27 JUL 2008

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সাক্ষরতার হার বাড়ানোর কর্মসূচি

মুসতাক আহমদ/রবিউল ইসলাম

সরকার সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশুর হার '৮০ ভাগ' করার চিন্তাভাবনা করছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর 'ইবতেদায়ি'কে সাধারণ শিক্ষার মূলস্রোতধারায় আনাসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগও নিশ্চিত করবে। আগামী ৩ বছরের মধ্যেই এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে চায় তারা। এ লক্ষ্যে একটি মেগা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে শতভাগ শিশুকে স্কুলে হাজির, স্কুলেই শিশুদের জন্য মধ্যাহ্ন-আহার, লেখাপড়াকে কর্মমুখীভিত্তিক করা (যাতে অভিভাবকরা শিশুদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয়), ঝরেপড়াদের পুনঃভর্তির ব্যবস্থা, ৬০টি উপজেলায় কেন্দ্র নির্মাণ, নতুন ৩৫ হাজার শিক্ষক ও এক হাজার উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগ, ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষা আধুনিকায়নসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। চলতি সপ্তাহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

বর্তমানে জাতীয় সাক্ষরতার হার ৬৩ এবং প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পঞ্চম শ্রেণী পাস করা শিশুর হার ৬৮ ভাগ। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষকের হার ৪০ ভাগ। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ইবতেদায়ি মাদ্রাসার পাঠ ও কারিকুলাম ৯০ ভাগ সমন্বয় করবে স্কুলের সঙ্গে। এ কাজটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে সম্পন্ন করা হবে। সে হিসাবে ইবতেদায়ি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা মাদ্রাসা বোর্ড থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট ফ্রেমওয়ার্কে এসব কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে— মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য শিক্ষা ডাকার ঘোষণা কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল (পিআরএসপি) এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সমন্বয়। এজন্য যে মধ্যমেয়াদি কৌশল ও লক্ষ্য গৃহীত হচ্ছে তাতে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন, গুণগত মান নিশ্চিত, শিক্ষার হার কর্মসূচি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

কর্মসূচি : বাড়ানোর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বৃদ্ধি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্রদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত, শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূর, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। এক কথায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অগ্রাধিকার পাবে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক ৪০ ভাগ। এটা ৬০ ভাগে উন্নীত করা হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আরও জোরদার এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সূত্র জানায়, সরকারের চারটি সংস্থার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। সংস্থাগুলো হচ্ছে— প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ ইউনিট, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (এনএফই) এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মূল কাজ হচ্ছে স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি। তারা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে স্বীকৃতি, উৎসাহ ও সুযোগ বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারীর হার (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) ৬৮ থেকে ৮০ ভাগ করতে হবে। ঝরেপড়াদের জন্য আবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে থাকবে পুনঃভর্তির ব্যবস্থা। ক্লাসকক্ষকে কন্যা, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী সব ধরনের শিশুর উপযোগী করা হবে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ৭০ ভাগ যেন যে কোন দক্ষতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, সেভাবে তাদের করে তৈরি করতে হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি-এনজিও পরিচালিত নির্বিশেষে সব ধরনের বিদ্যালয়ে ক্লাসরুমভিত্তিক শিক্ষা এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিবেশ সমান করা হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে শিক্ষার মানের ব্যাপারে যে প্রশ্ন তা থাকতে পারবে না।

নতুন কর্মপরিকল্পনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এলাকার শতভাগ শিশুকে স্কুলে হাজির করতে হবে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে ঝরে না পড়ে সে জন্য মধ্যাহ্ন-আহার, উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে কর্মমুখী শিক্ষাকে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে অভিভাবকরা সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হন।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর (এনএফই) প্রধান কাজ হবে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি। এ হার ৬৩ থেকে ৮০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতি অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক ও সাক্ষর জ্ঞান অর্জনকারীদের আজীবন শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রাখার পলিসি তৈরির জন্য একটি নেটওয়ার্কও উন্নয়ন করা হবে। এজন্য এনজিও এবং স্থানীয়দের সমন্বয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে যারা সম্পদের ব্যবহার এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। বিষয়টি সফল করার জন্য (সাক্ষরতা অভিযান ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার লক্ষ্যে) হতদরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরীক্ষামূলক (পাইলটিং) কার্যক্রম পরিচালনা। এ কার্যক্রমে ৩২ লাখ আয়-উপার্জনক্ষম মানুষকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হবে।

অবসরজনিত শূন্য পদের জন্য ৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে প্রতি বছর। প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা বর্তমানে ১ লাখ ৮০ হাজার। কন্টাক্ট আওয়ার বাড়ানোর জন্য ৩৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে পিইডিপি-২ আওতায়। পরিদর্শন বাড়াতে ১ হাজার উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগ দেয়া হবে।

পঞ্চম শ্রেণীতে প্রতি স্কুল থেকে বর্তমানে ২০ ভাগ শিক্ষার্থীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার নিয়ম রয়েছে। এ সংখ্যা ৩০ ভাগে উন্নীত করা হবে। যেসব স্থানে ঝরেপড়ার হার বেশি, সেখানে শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করে ঝরেপড়াদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য ৩৯১ কোটি টাকায় ২০১০ সালের মধ্যে ৬০টি উপজেলায় কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের কারণে স্কুলবিমুখ ও শিক্ষাবঞ্চিত ৫ লাখ শিশু উপকৃত হবে বলে আশা করছে সরকার। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপজেলায়ও এ প্রকল্প নেয়া হবে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার ৬টি বিভাগের ৬টি উপজেলায় মধ্যাহ্ন-আহারের ব্যবস্থা করার বিষয়টি ভাবছে। এটা সফল হলে দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করা হবে।